টিকার গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখতে করণীয়

১. তরল এবং হিমশুষ্ক উভয় প্রকার টিকা পরিবহন করতে বরফ/আইস ব্যাগসহ ফ্লাস্ক বা কুলবক্স ব্যবহার করুন। সঠিকভাবে টিকা সংরক্ষণ, পরিবহন এবং সময়মতো প্রয়োগ না করা টিকা অকার্যকর হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

২. তরল আকারে সরবরাহকৃত টিকাসমূহ রেফ্রিজারেটরে ২° থেকে ৮° ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন। এই টিকা শুন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নিচের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যাবে না। হিমশুষ্ক টিকাসমূহ শুন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নিচের তাপমাত্রায় বা বরফপাত্রে সংরক্ষণ করুন।

৩. হিমশুষ্ক টিকাসমূহ গুলাতে সরবরাহকৃত ডাইলুয়েন্ট (টিকার দ্রবণ) এবং যে সকল টিকার সাথে ডাইলুয়েন্ট সরবরাহ করা হয় না সেগুলোর ক্ষেত্রে বাজারেপ্রাপ্ত ডিস্টিল্ড ওয়াটার (পরিশুদ্ধ পানি) ব্যবহার করুন।

৪. হিমশুষ্ক টিকাসমূহ একবার ডাইলুয়েন্ট বা ডিস্টিল্ড ওয়াটারে মিশ্রিত করার পর ২ (দুই) ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ টিকার ব্যবহার শেষ করুন। ব্যবহৃত টিকা সংরক্ষণ করে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।

৫. টিকা প্রয়োগের পূর্বে সিরিঞ্জ, সূঁচ ও আনুসঙ্গিক পাত্রসমূহ জীবাণুমুক্ত করে নিন।

৬. টিকা প্রয়োগের পর টিকার অব্যবহৃত অংশ, ভায়াল, বোতল, ক্যাপ, রাবার স্টপার, একবার ব্যবহার উপযোগী সূঁচ মাটির নিচে পুঁতে ফেলুন বা পুড়িয়ে ফেলুন।

৭. আপনার সুস্থ-সবল গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিতে নিয়মিত টিকা প্রয়োগ করুন।

৮. টিকা প্রয়োগের এক থেকে দুই সপ্তাহ পূর্বে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে কৃমিনাষক ঔষধ সেবন করান।

নিয়মিত টিকার ব্যবহার, সুস্থ-সবল গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির অঙ্গীকার

আপনার গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে নিয়মিত টিকা প্রয়োগ করুন। নিয়মিত টিকার ব্যবহার আপনার গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করবে, চিকিৎসা ব্যয় কমে যাবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অসুস্থতার কারণে প্রায়শই এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হয়, নিয়মিত টিকা ব্যবহার করলে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমে যাবে এবং মানবজাতি এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্সের ভয়াবহতা থেকে পরিত্রাণ পাবে। রোগ প্রতিরোধ করা রোগ চিকিৎসার চেয়ে উত্তম।

পরিচালক, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন

প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকাল : জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ, সংখ্যা: ২৫,০০০ কপি